কালের কণ্ঠ

আপডেট : ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ ২৩:০৭

'গ্রন্থাগারে বই পড়ি, আলোকিত মানুষ গড়ি'

এমদাদ হোসেন ভূঁইয়া

আজ ৫ ফেব্রুয়ারি 'জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস'। এবার দিবসটির প্রতিপাদ্য 'গ্রন্থাগারে বই পড়ি, আলোকিত মানুষ গড়ি'। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি দিবসই গুরুত্বপূর্ণ। তার পরও কোনো কাজের অধিকতর গুরুত্ব বোঝাতে আমরা সুনির্দিষ্ট তারিখকে 'বিশেষ দিবস' ঘোষণা করি, আড়ম্বরের সঙ্গে উদ্‌যাপন করি। তেমনই ৫ ফেব্রুয়ারি, 'জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস'। বাংলাদেশে ২০১৮ সালে প্রথম জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন শুরু হয়। ওই বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল, 'বই পড়ি, স্বদেশ গড়ি'।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাধারণ অধিশাখা ২০১৭ সালের ৭ নভেম্বর একটি পরিপত্র জারি করে। তাতে বলা হয়, "সরকার ৫ ফেব্রুয়ারিকে জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস ঘোষণা করেছে এবং ওই তারিখকে 'জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস' হিসেবে উদ্‌যাপনের নিমিত্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালনসংক্রান্ত পরিপত্রের 'খ' শ্রেণিভুক্ত দিবস হিসেবে অন্তর্ভুক্তকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ০২. ওই সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে পরিপালনের জন্য সংশ্লিষ্ট সব মন্ত্রণালয় বা বিভাগ অথবা সংস্থাকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।"

মন্ত্রিপরিষদ পরিপত্র (৭ নভেম্বর ২০১৭) ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্রের (১৪ ডিসেম্বর ২০১৭) আলোকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা, বোর্ডের আওতাধীন অনুমোদিত সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধান (অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক) বরাবর ২০১৮ সালের ১৭ জানুয়ারি একটি 'বিজ্ঞপ্তি' পাঠায়। তাতে বলা হয়, "সরকার ০৫ ফেব্রুয়ারি তারিখকে জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন এবং দিবসটিকে 'খ' শ্রেণিভুক্ত হিসেবে ঘোষণা করেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র অনুযায়ী দিবসটি যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।" তবে সারা দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং সরকারি-বেসরকারি গ্রন্থাগারগুলো যথাযথ মর্যাদায় দিবসটি উদ্‌যাপন করে না।

আমাদের দেশে ওপর থেকে চাপিয়ে না দিলে সৃজনশীল কোনো কাজ সহজে হয় না। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে 'একাডেমিক গ্রন্থাগার' পরিচালনার নির্দেশনা জারি আছে। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তা প্রতিপালন হতে দেখা যায় না।

২০১০ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের (শাখা-১৩) জনবল কাঠামোবিষয়ক প্রজ্ঞাপনে দেখা যায়, মাধ্যমিক (ষষ্ঠ থেকে দশম) ও উচ্চ মাধ্যমিক (ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ) স্তরে সহকারী গ্রন্থাগারিক/ক্যাটালগারের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। এ জন্য সরকারকে ধন্যবাদ। স্কুল-কলেজে পদটি এমপিওভুক্ত হলেও সমমানের মাদরাসায় করা হয়নি। এক যাত্রায় দুই ফল। এই বৈষম্যের আশু অবসান জরুরি। এ ছাড়া সরকার এরই মধ্যে ক্লাস রুটিনে 'গ্রন্থাগার বিজ্ঞান'কে অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশনা দিলেও অনেক প্রতিষ্ঠান তা পালন করছে না। বিষয়টি 'মনিটর' করা দরকার। মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের মতো দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে সহকারী গ্রন্থাগারিকের পদ সৃষ্টি করতে হবে।

বেসরকারি গ্রন্থাগারগুলোকে টেকসই করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ গ্রন্থসুহৃদ সমিতি ২০১৮ সালের ৩০ অক্টোবর তৎকালীন সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এমপির কাছে তিনটি দাবি পেশ করেছে। যেমন : ১. বেসরকারি গ্রন্থাগারগুলো ক, খ ও গ শ্রেণিভুক্ত করে স্থায়ী মঞ্জুরির আওতায় আনা হোক। গ্রন্থাগারিকের পদ সৃষ্টি ও পদটি এমপিওভুক্ত করে মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকের সমান বেতন স্কেল দেওয়া হোক; ২. অনুদান প্রদানে 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার' চালু করা হোক; ৩. অনুদান কমিটিতে বাংলাদেশ গ্রন্থসুহৃদ সমিতির প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা হোক। তাহলে গ্রন্থাগারগুলো টিকে যাবে। জ্ঞানভিত্তিক, আলোকিত, বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনে এর বিকল্প নেই বলে মনে করি।

গ্রিক শব্দ 'Libre' থেকে 'Library'

শব্দের উৎপত্তি। যার বাংলা অর্থ 'গ্রন্থাগার'। গ্রন্থাগার হচ্ছে বইপুস্তক, পত্রপত্রিকা-সাময়িকীসহ অডিও ভিজ্যুয়াল সামগ্রীর ভাণ্ডার, সংগ্রহশালা, সংরক্ষণাগার। পাঠক গ্রন্থাগারে বসে বই পড়তে পারে। শর্ত সাপেক্ষে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পড়ার সামগ্রী বাড়িতেও নিতে পারে। প্রবাদ আছে, 'একটি জাতিকে ধ্বংস করার জন্য তার গ্রন্থাগার, মহাফেজখানা (আর্কাইভ/সংগ্রহশালা), জাদুঘর ধ্বংস করে দাও। ব্যস, আর কিছু লাগবে না।' বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রন্থাগার সম্পর্কে লিখেছেন, 'এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িয়া আছে।' যে জাতির গ্রন্থাগার যত সমৃদ্ধ, সে জাতি তত উন্নত।

লেখক : সাংবাদিক, গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মী

Print

সম্পাদক : ইমদাদুল হক মিলন,
নির্বাহী সম্পাদক : মোস্তফা কামাল,
ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লিমিটেডের পক্ষে ময়নাল হোসেন চৌধুরী কর্তৃক প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বসুন্ধরা, বারিধারা থেকে প্রকাশিত এবং প্লট-সি/৫২, ব্লক-কে, বসুন্ধরা, খিলক্ষেত, বাড্ডা, ঢাকা-১২২৯ থেকে মুদ্রিত।
বার্তা ও সম্পাদকীয় বিভাগ : বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বারিধারা, ঢাকা-১২২৯। পিএবিএক্স : ০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ্যাক্স : ৮৪০২৩৬৮-৯, বিজ্ঞাপন ফোন : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, বিজ্ঞাপন ফ্যাক্স : ৮১৫৮৮৬২, ৮৪০২০৪৭। E-mail : info@kalerkantho.com